গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৫৬৩.১২-৪৯৮

তারিখঃ ১৪ আশ্বিন ১৪২৬ / ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত কনটেম্পট পিটিশন নং-৪৩০/১৯ (রিট পিটিশন নং-৭৩৭৮/১২ হতে উদ্ভুত) এর আদেশের প্রেক্ষিতে মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলাধীন টেকেরহাট আল-হেরা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা এর এমপিও ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে প্রদান।

সূত্র: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে প্রাপ্ত কনটেম্পট পিটিশন নং-৪৩০/১৯।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৩১.০৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/ এমপিও-১২/২০০৯/২০৯ সংখ্যক স্মারকমূলে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের জন্য মাদারীপুর জেলার টেকেরহাট রাজৈর উপজেলাধীন টেকেরহাট আল-হেরা মহিলা দাখিল মাদ্রাসাটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

০২। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৬.০৬.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/ এমপিও-১২/২০০৯/২২৯ সংখ্যক স্মারকমূলের মাধ্যমে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হয়। এর ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুপার কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৭৩৭৮/২০১২ মামলা দায়ের করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত রিট মামলায় বিগত ১৮.১১.১৫ তারিখে নিম্নরূপ রায়/আদেশ প্রদান করা হয়-

"The imgugned letter No. শিম/শা-১৩/এমপিও-১২/২০০৯/২২৯ dated 16.06.2010 (Annexure-D) is hereby declared to have been issued without any lawful authority and is of no legal effect.

In consequence whereof, the respondent No. 1. Government of Bangladesh represented by its Secretary, Ministry of Education, is directed to include name of the petitioner Madrasha in the MPO list, within 30 (thirty) days from the date of receiving copy of this judgment and order, for the rest of the period for which the MPO was granted by latter dated 31.05.2010 (Anncexure-C). The respondent No. 1 may, if they receive any application and is satisfied about performance of the petitioners Madrasha, consider their prayer for permanent enlistment in MPO.

০৩। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-৩০৪১/১৬ দায়ের করা হলে তা ০৫.১০.১৭ খ্রি. তারিখে খারিজ হয়ে যায় । মহামান্য আপিল বিভাগের ০৫.১০.১৭ খ্রি. তারিখের আদেশটি নিম্নরূপ:

"The leave petition is out of time by 295 days but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly, the Civil Petition for leave to appeal is dismissed as barred by limitation.

০৪। এর ফলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী TMED কর্তৃক ১৭.০১.১৮ তারিখের ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৩১.১৭(অংশ)-২১ সংখ্যক স্মারকমূলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করা হয় । পরবর্তীতে DME কর্তৃক বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণের অনুকূলে জুলাই ও সেপ্টেম্বর/১৮ মাসে বেতন ভাতা (এমপিও) ছাড় করা হয় মর্মে সুপার কর্তৃক ২৬.১১.১৮ তারিখে দাখিলকৃত আবেদন হতে দেখা যায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি জুলাই/১৮ মাস হতে এমপিওভুক্ত হয়ে বর্তমানে চালু রয়েছে।

০৫। বর্ণিত রিট মামলায় গত ১৮.১১.১৫ তারিখের রায়/আদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করায় পিটিশনার কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে কনটেম্পট পিটিশন নং-৪৩০/২০১৯ দায়ের করা হয়। আলোচ্য কনটেম্পট মামলায় Contemnor Respondent- হলেন, জনাব মো: আলমগীর, সচিব, TMED, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ২নং Contemnor- Respondents জনাব মো: সফিউদ্দীন আহমেদ, মহাপরিচালক, DME.

০৬। এক্ষণে, কনটেম্পট মামলার বিষয়টি নিষ্পত্তির পূর্বে নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন:

ক. TMED কর্তৃক গত ১৭.০১.১৮ খ্রি. তারিখের ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০০৪.০৩১.১৭(অংশ)-২১ সংখ্যক স্মারকমূলে মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলাধীন আল-হেরা মহিলা ফাযিল মাদ্রাসার এমপিওভুক্তির আদেশ জারি করা হয়েছে। সেমতে DME কর্তৃক জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৮ মাসে এমপিও চালু করা হয়। উক্ত সময়ের পার্থক্যের বিষয়ে পিটিশনারের কোন আপত্তি ছিল কিনা?

খ. TMED কর্তৃক এমপিওভুক্তির বিষয়ে জারিকৃত আদেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে, "এ আদেশ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর কর্তৃক এমপিও প্রদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে"। সুতরাং এমপিও প্রদানের আদেশ হয়েছে জুলাই ও সেপ্টেম্বর/১৮ মাসে। যা মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের অনুরূপ ছিল না। এমপিওভুক্তির আদেশ কোর্টের আদেশের অনুরূপ না হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের আদেশের (এমপিওভুক্তি বিষয়ে) বিষয়ে পিটিশনারের কোন আপত্তি ছিল কীনা?

গ. এমপিওভুক্তির আদেশের দীর্ঘ প্রায় ০১ বছর পর পূর্ণাঙ্গ রায় (২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে) বাস্তবায়নের জন্য পিটিশন করার কারণ কী?

ঘ দীর্ঘ প্রায় ০১ বছর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এমপিও পাওয়ার পর এবং কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন না করেই প্রায় ০১ বছর পর পূর্ণাঙ্গ রায় বাস্তবায়নের (২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে) জন্য পিটিশন দাখিল আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কীনা? (ট্রেজারি রুল এর এস.আর ৬১ এর বিধানের আলোকে)

ঙ. পূর্ণাঙ্গ রায় অর্থাৎ ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে বকেয়া প্রাপ্তির পিটিশন দেরীতে করার কারণে আইনগত সুবিধা/অসুবিধাগুলো কী কী?

চ. দীর্ঘ ০১ বছর যাবৎ এমপিও পাওয়ার পর তখন কোন আপত্তি না করে ০১ বছর পর আপত্তি উত্থাপিন estoppel এর আওতায় পড়বে কীনা?

০৭। এমতাবস্থায়, কনটেম্পট মামলার জবাব প্রদানের লক্ষে বিষয়টি স্পষ্টিকরণের নিমিত্ত উপরি-উক্ত চাহিত তথ্যাদির বিষয়ে জবাব আগামী ১৫.১০.১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশক্রমে মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক,
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (এ আদেশটি ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি/মাস্টার কপি।